69

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23. JAN 1998

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

টেন্ডার নিয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, আহত ৪ জন শেষে সব কার্যক্রমই বাতিল

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি টেন্ডারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগের (শা-পা) সশস্ত্র দু'টি ক্যাডার গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলি ও ভাঙচুর হয়েছে। সংঘর্ষে কমপক্ষে ৪ জন আহত হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল হতে একজনকে গ্রেফতার করেছে। কর্তৃপক্ষ টেন্ডার সম্পর্কিত সব কার্যক্রম বাতিল করে দিয়েছে। মার্কেটিং বিভাগের ৪০টি কম্পিউটার কেনার জন্য কয়েকদিন আগে একটি দরপত্র বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। সে অনুযায়ী গতকাল ছিল টেন্ডার জমা দেয়ার শেষ দিন। টেন্ডার জমা দেয়াকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে পারে - একথা কর্তৃপক্ষ আগেই জানতে পেরে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করে। গোয়েন্দা পুলিশকেও ঘটনা জানানো হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল ৮টায় প্রথমে শামীম গ্রুপের লোকজন টেন্ডার জমা দিতে যায়। এর পর রতন-তমি গ্রুপও একই উদ্দেশ্যে ক্যাম্পাসে যায়। বাণিজ্য অনুষদের মার্কেটিং বিভাগের কাছে টেন্ডার জমা দেয়ার বাক্সটি রাখা হয়। এ সময় এক গ্রুপ টেন্ডার জমা দিতে গেলে অন্য গ্রুপও টেন্ডার জমা দেয়ার জন্য উপরে যায়। তখনই শুরু হয় দু' গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা এবং এক পর্যায়ে সংঘর্ষ। এ সময় তারা বাণিজ্য অনুষদে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। সংঘর্ষকালে উভয় গ্রুপই বিরোধী গ্রুপের সদস্যদের মারধর করে। মুহসীন হল থেকে ৫ রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। দু' গ্রুপের সংঘর্ষকালে পুলিশকে অসহায় অবস্থায় অবস্থান করতে হয়। পুলিশ সরোজ নামে একজনকে গ্রেফতার করে। ধীরে ধীরে দু' গ্রুপই সংখ্যায় ভার হয়। শামীম গ্রুপ মূল চত্বরে এবং রতন-তমি গ্রুপ রেজিস্টার্ড বিল্ডিংয়ের টেন্ডার ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

টেন্ডার ঃ কার্যক্রম বাতিল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সামনে অবস্থান নেয়। দু' গ্রুপের মাঝে থেকে পুলিশ তাদেরকে থামার জন্য হাত জোড় করে অনুরোধ জানায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, এ সময় উভয় গ্রুপের ক্যাডারদের কাছে অস্ত্র ছিল।

সংঘর্ষশেষে পুলিশ মুহসীন হলের কয়েকটি কক্ষে নামমাত্র তল্লাশি চালায়। তারা কোন অস্ত্র উদ্ধার বা কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। মার্কেটিং বিভাগে কম্পিউটার না থাকায় গত বছর প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীর কাছ থেকে ভর্তির সময় অতিরিক্ত ১ হাজার টাকা করে আদায় করা হয় কম্পিউটার কেনার জন্য। সে লক্ষ্যে ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে ৪০টি কম্পিউটার কেনার জন্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ টেন্ডার আহ্বান করেন।

সর্বশেষ খবর ঃ কেবলমাত্র শামীম গ্রুপের লোকজনই একটিমাত্র টেন্ডার জমা দিয়েছে। অন্য কেউ টেন্ডার জমা দেয়ার সাহসই পায়নি। এ পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ টেন্ডারটি বাতিল করে দিয়েছেন।

কর্তৃপক্ষের ভাষ্য ঃ গতকালের এ ঘটনা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দেয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে অ.জাদ চৌধুরীর নির্দেশে মার্কেটিং বিভাগের কম্পিউটার ক্রয়ে টেন্ডার সম্পর্কিত সমস্ত কার্যক্রম বাতিল করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যখন টেন্ডার জমা দিচ্ছিল তখন কিছুসংখ্যক বহিরাগত এতে বাধা দেয় এবং তারা বিজনেস স্টাডিজ ভবনে ভাঙচুর করে। পরবর্তীতে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

বিভিন্ন সংগঠন ঃ গতকালের এ ঘটনার প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠন তাৎক্ষণিকভাবে মিছিল-সমাবেশ এবং বিবৃতি দিয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এ ঘটনার প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবে মিছিল ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে সমাবেশ করেছে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, মনির হোসেন, নাসিরউদ্দিন অসীম, সেলিমুজ্জামান সেলিম প্রমুখ।

ছাত্রলীগ (শা-পা) সভাপতি এনামুল হক শামীম ও সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল ওয়াদুদ খোকন গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, এ ঘটনার সাথে যারাই জড়িত তদন্ত সাপেক্ষে খুঁজে বের করে তাদের শাস্তি দিতে হবে। তারা বলেন, টেন্ডারবাজ, সন্ত্রাসী, বহিরাগতরা কোন দলের নয়। তাদের সাথে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কোন সম্পর্ক নেই। এদের শাস্তির ব্যাপারে ছাত্রলীগ প্রশাসনকে সর্বতোভাবে সহায়তা করবে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শরিফুজ্জামান শরিফ ও সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ কল্লোল অপর এক বিবৃতিতে এ ঘটনার নিন্দা জানান এবং দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন।